R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা ফাল্গুন, ১৪১৭।
১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

পরপর অপরাধীরা ধরা পড়লেও সেখানে রঘুনাথগঞ্জ থানার ফোন ভূমিকা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া উমরপুর হাট এলাকা থেকে গত সপ্তাহে সি.আই.ডি পুলিশ দু'জন বেআইনী অস্ত্র ব্যবসায়ীকে মালসহ গ্রেপ্তার করে। এদের একজন বদরুল সেখ, উমরপুরের বাসিন্দা, অন্যজন তাসিরুদ্দিন সেখ, সুতির রঘুনাথপুরে বাড়ি। তৃতীয় জনের সন্ধান চলছে। এর আগে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ডাকাতিতে সি.আই.ডি পুলিশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করে এবং বেশকিছু টাকা উদ্ধার করে। তার আগে রঘুনাথগঞ্জ শহর থেকে দু'জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করে সি.আই.ডি. পুলিশ। এই ধরনের ঘটনা পরপর ঘটে গেলেও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের কোন ভূমিকা নেই। রাতে পেট্রোলিং-এ নামে জিপ নিয়ে লরির (৩য় পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজে কমার্স চালু রেখে দীর্ঘ দশ বছর ধরে সরকারী টাকার অপচয় চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে দীর্ঘ ১০/১২ বছর ধরে কমার্স সেকশনে ছাত্র সংখ্যা তলানিতে। বর্তমানে প্রথম বর্ষে ৪, দ্বিতীয় বর্ষে ২ এবং ৩য় বর্ষে ৪। তাই ছাত্র স্বল্পতার কারণে সংসদ নির্বাচনে এই বিভাগের ছাত্রদের কোন ভূমিকা আইনত ছিল না। অথচ এই বিভাগ চালু রাখতে দু'জন স্থায়ী ও একজন অস্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। কলেজ লাগোয়া জঙ্গিপুর হাই স্কুলে ছাত্র অভাবে 'টেকনিক্যাল' সেকসন' তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ ক্ষেত্রে মোটা টাকা ব্যয় করে আখেরে কলেজের কি লাভ হচ্ছে তা দেখার কথা কলেজ গভঃ বডির। অন্যদিকে খবর, এখানে প্রিন্সিপ্যালের তাঁবেদারি আর সিপিএমের লেজুড়বৃত্তি করে কমার্সের দুই স্থায়ী শিক্ষক রসেবসে ভালোই আছেন – এ মন্তব্য কলেজেরই এক কর্মীর।

দেশের মানুষকে বীমার সুবিধা নিতে হবে – প্রণব

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'সরকারের পক্ষ থেকে আমরা যতটা দিতে পারব তার বাইরেও বিপূল সংখ্যক মানুষ থেকে যাচ্ছে। ১২০ কোটির দেশে আড়াই – তিন কোটি লোকের বেশি ইনসিওরেন্স-কভারেজ দিতে পারছিনা। তাদের বীমার আওতায় এনে সুযোগ সুবিধা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা।' গত ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যেয় রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে এ কথা বললেন ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। দিনভর ঠাঁসা কর্মসূচীতে শহরেই ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ। এক বীমা কোম্পানীর এজেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রণববাবু জানান – কিছু ইন্সিওরেন্স প্রোডাক্ট যাতে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, সেগুলি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এজেন্টরা যাতে মানুষের কাছে যেতে পারে তার জন্যেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখানে খোলা হচ্ছে। সচেতনতার অভাবে মানুষ এখনও বীমার গুরুত্ব তেমন বুঝতে পারছেন না। জঙ্গিপুরের সাংসদ 'দাদাঠাকুর'কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতলে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সদ্যজাত শিশুদের জন্ম / মৃত্যু সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে না। ঐ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অসীম দাস মাস পাঁচেক আগে অবসর নিয়েছেন। ঐ পদে কোন কর্মী নিয়োগ না করায় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ মার খাচ্ছে। অফিসে ৮ জন কর্মী নিযুক্ত থাকলেও (শেষ পাতায়)

প্রণব মুখার্জী অবহেলিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে আজ ১৬ ফেব্রুয়ারী বৈদ্যুতিক চুল্লীর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্য। ঐ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপিতে বহু জনের নামের ছড়াছড়ি থাকলেও জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী সেখানে ব্রাত্য। অথচ বছর দুয়েক আগে এই চুল্লীর ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন প্রণববাবু।

শিক্ষিকার অসহযোগিতায় ফল প্রকাশে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের জনৈকা শিক্ষিকা উজ্জ্বলা শাহুর দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে সপ্তম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্কুলের টিচার-ইন-চার্জ জয়ন্তী ঘোষ জানান, উজ্জ্বলা শাহু ১৭ জানুয়ারীর পর থেকে স্কুলে অনুপস্থিত। ঐ দিন আমাকে বা অন্যান্য শিক্ষিকাদের কিছু না জানিয়ে (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ফাল্গুন বুধবার, ১৪১৭

নাগালের বাইরে

বাজারে এখন শীতের মরশুমে বিভিন্ন শাক-সব্জির প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। কোন্ শাক-সব্জি লোকে খাইবে না খাইবে, নির্ধারণ করা সুকঠিন হয়। তাই এই শীতের সময়ই দরিদ্র মানুষ তাঁহাদের দারিদ্র সত্ত্বেও তরিতরকারী খাইবার কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়া থাকেন। শীতকাল যেমন শস্যের, তেমনি শাক-সব্জির ঋতু।

কিন্তু এই বৎসর শীতকাল শাক-সব্জির প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি যাহাই লইয়া আসুক না কেন, মানুষের ঘরে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের ঘরে তাহার যেন প্রবেশাধিকারে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময় বিভিন্ন শাক-সব্জি যে অগ্নিমূল্যের তক্‌মা আঁটিয়া ভালা শীতকাল শাক-সব্জি যে অগ্নিমূল্যের তক্‌মা আঁটিয়া ডালা-ঝুড়ি কামড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সাধারণ মানুষের হা-হুতাশ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই।

আলু, সিম, বেগুন, কপি, টমেটো, মটরশুটি ইত্যাদি দরের এমন আভিজাত্য লইয়া আছে যে টাকা-পয়সার জন্য একমাত্র 'কুছ পরোয়া নাই' মার্কা মানুষ ছাড়া আর কেহ তাঁহাদের বাজারের থলিতে সব্জিকে স্থান দিতে পারেন না। ইহার উপর যুক্ত হইয়াছে চাল-আটার অগ্নিমূল্যতা। দর দাম কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

তাহার উপর সম্মুখে বিধানসভা নির্বাচন। নির্বাচন বৈতরণী পার হইতে সব রাজনৈতিক দলই শিল্পপতিদের নিকট অর্থ সংগ্রহে নামিবে। শিল্পপতি বা ব্যবসাদাররাও জিনিসপত্রের দর বৃদ্ধি করিয়া ইহার ফায়দা লুটিবে। এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে যুগ যুগ ধরিয়া। আবার জিনিসপত্রের উচ্চ মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজনৈতিক দলগুলি সোচ্চার হইয়া জনগণকে বোকা বানাইতেও পিছু পা হয় না। তাই সাধারণ মানুষেরও ইহাতে কোন উপকার হয় না।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝেমধ্যে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারের সমালোচনা করিয়াছেন। অভিজ্ঞতায় বলে যে, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার ইহার কোন গুরুত্ব দেয় না। সুতরাং দর বাড়ুক, চিৎকার চলুক, কড়া কড়া সমালোচনা হউক – কিছুই আসে যায় না।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বইমেলা ২০১১–ফিরে দেখা প্রসঙ্গে

"প্রসঙ্গ ঃ বইমেলা ২০১১ - ফিরে দেখা" – যে কোন বোদ্ধা পাঠক পড়লে বুঝতে পারবেন শুরু থেকে শেষ সবটাই ষ্টল মালিক, পাঠক ও পুস্তক ক্রেতাদের অভিমত। যেমনভাবে তাঁরা বলেছেন সেইভাবেই তুলে ধরেছি মাত্র। একজন সাংবাদিকের যা করা উচিৎ। "জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে' (নিজের কথা বা মতামত) এভাবে যে সব সাংবাদিক নিজের মত প্রকাশ করেন, তা করিনি। কারণ পাঠকের কাছে দায়বদ্ধতায় আমি বিশ্বাসী। এক থেকে একাধিক শিক্ষক, হেডমাষ্টার, এমনকি যাঁরা লিখেছেন স্মরণীকা বলে তাঁরাও এসে খোঁজ করেছেন। রং এর ক্ষেত্রে বলি – পলাশ, শিমূল সবুজ বা গেরুয়া কোনটাই আমার নয়। পাঠকের অভিমত। কারণ অনেকের রং এর প্রতি আনুগত্য থাকে কিন্তু আমি খবর লেখার সময় 'সত্য' তুলে ধরা ছাড়া 'কালার ব্লাইন্ড'। দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী, আনুগত্যে নই। ফলে আমার খবর কাউকে আঘাত করে না উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। আবার তাঁবেদারিও করে না। পত্র লেখক লিখেছেন – কবিগুরু বা আচার্যদেবের সাক্ষর বা তাঁদের উক্তি যাদের আকর্ষণ করে না, শুধু বই এর মলাটে যারা ছবি আর রঙের বাহার খোঁজে – বইমেলার এবছরের স্মারকগ্রন্থ তাদের জন্য নয়।' প্রশ্ন তাহলে কাদের জন্য ? ২০০৫ – ২০১০ বইমেলার স্মারকগ্রন্থ কেবলমাত্র স্মারক কমিটির কয়েকজন ও বইমেলা কমিটির দু'একজন দেখেছিলেন। এবারের প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের কপিগুলো যদি তাদের জন্য হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ?

কবিগুরু বা আচার্য দেবের সাক্ষর / উক্তির গুরুত্ব সবার কাছেই উপলব্ধ। প্রশ্ন যাঁরা প্রশ্ন রেখেছেন তাঁরা প্রচ্ছদ সাজানো নিয়ে ও পটভূমির রং নিয়ে বলেছেন। মূর্খ হলেও পাঠক তো ! তাদের গুরুত্ব আমার খবরে এসেছে মাত্র। চিঠির অংশ – ইচ্ছা থেকেই আমার পরিকল্পনা। আমি রঙ ব্যবহার করেছি। আমার পরিকল্পনায় আদৌ আসেনি। শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ইচ্ছেটা প্রকাশ পেয়েছে। 'স্মারক কমিটির' অর্থাৎ সামগ্রিক ইচ্ছেটা সত্যিই প্রকাশ পায়নি।

'আমি' ও 'আমার' প্রাধান্য এবার বই-মেলার সব কমিটিতেই দেখা দিয়েছে। যার ফলে মেলার প্রাঙ্গণ সবার জন্য ছিল না। অতএব "এবারের স্মারক গ্রন্থও" সত্যিই সবার জন্য নয়। ফিরে গেছে বহু মানুষ রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে। যা সমস্ত মানুষের জন্য নয় তা সার্বজনীনও নয়। পাঠকরা শ্রদ্ধেয় এই জায়গাটাই। সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের উত্তরণ ঘটায়। আত্মাভিমান নাশ করে।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, "জঙ্গিপুর সংবাদ"

"সেন্ট ভ্যালেনটাইন" প্রসঙ্গে

অ-সরকারী টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা এবং আঁতলামোতে ওস্তাদ কিছু সংগঠনের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান প্রসার লাভ করেছে যা অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অপরদিকে এর অর্থ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় – এর পেছনে রয়েছে বাজার দখল করার একটা ব্যাপক প্রয়াস। একে উপলক্ষ্য করে কোটি কোটি টাকার উপহার সামগ্রী কেনা-বেচা চলছে। সঙ্গে তাদের কাছে এস.এম.এস. করলে সুন্দর সুন্দর সব বার্ত্তা পাওয়া যাবে – যা পুনরায় প্রিয়জনকে সেণ্ড করা যাবে। অর্থাৎ একবার আবেদন, দ্বিতীয়বার বার্ত্তা গ্রহণ এবং তৃতীয়বার সেণ্ড করতে খরচ। এইভাবে ঐ সংস্থাগুলিও ব্যাপক অর্থ উপার্জন করছে, অপরদিকে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা খেলা, ভাল বই পড়ার পরিবর্তে এসবে মেতে থাকছে।

সব থেকে দুঃখ লাগে, যখন দেখি আমাদের ঁসরস্বতী পূজার দিনটাকে অনেকে প্রকৃত "ভ্যালেন টাইন ডে" হিসাবে দেখতে শুরু করেছে। এতবড় স্পর্ধা ওদের কে দিয়েছে। নতুন বছর, নতুন বইয়ের সুঘ্রাণ, শীতের বিদায় বেলা, এরই মাঝে ঁসরস্বতী দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে পড়াশুনায় মনোনিবেশ এই তো ছিল আমাদের ছাত্র-জীবন। এর মধ্যে কোথা থেকে ভ্যালেনটাইন এসে গেলো তা বোধগম্য হলো না। আর এই সব অলীক আলোচনা ও প্রচার নতুন প্রজন্মের পক্ষে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। ধর্মে ভক্তি, বিদ্যার প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে অন্য কিছু পাওয়ার নেশায় তারা মশগুল হয়ে থাকছে।

দেবব্রত সেন, রঘুনাথগঞ্জ

জীবনপুরের পথিক

অনুপ ঘোষাল

ছোটোবেলায় সিনেমার একটা গান শুনেছিলাম। 'জীবনপুরের পথিক রে ভাই কোন দেশে সাকিন নাই।' ঠিকানা থাকবে কী করে, স্থায়ী নিবাস তো পরপারে। এ এক নিছক ভ্রমণ!

জীবনপুরের পথিক ব্যাপারটা কী ? হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাজির হয়ে গেলেন দুনিয়ায়। জায়গাটা খুব জুৎ-সই মনে না হওয়ায় কেঁদে মাৎ করলেন নার্সিংহোমের ক্যাবিন। হাসপাতালে জন্ম নিলে কুকুর বিড়াল হয়তো মুখে নিয়ে দিল দৌড়, ভ্রমণের প্রথম অংকেই ছুট্টি।

ধরে নিন কুকুরে খেল না, টিটেনাসে অষ্টাবক্র হলেন না – ঠিকেফিকে নিয়ে টিকেই গেলেন ধূম করে অন্নপ্রাশন – কপালে চন্দন, পরনে চেলি, পায়ে মল, (৩য় পাতায়)

চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ আবশ্যক

রঘুনাথগঞ্জের হাসপাতাল মোড় থেকে ম্যাকেঞ্জীপার্ক হয়ে স্টেট ব্যাংকের মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি শহরের অন্যান্য রাস্তা থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন অফিস ও আদালতে আসা গাড়ীগুলো ছাড়াও বালি পাথর বোঝায় ট্রাক্টর ও অসংখ্যা মোটরসাইকেল, স্কুটার বেপরোয়া যাতায়াতের ফলে পথ চলতি মানুষ প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করেন। এক এক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে ২/৩ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এই রাস্তায় যান-বাহনের এত চাপ থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় কোন বাম্‌পার নেই যাতে মোড়ে এসে গাড়ীগুলো গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সবচেয়ে বিপজ্জনক আদালত কোর্টের চৌরাস্তার মোড়। চায়ের দোকান, সেলুন, ভ্যানরিক্সা স্ট্যাণ্ড থাকার জন্য রাস্তার দু'পাশের জায়গা কমে যাওয়ায় রাস্তার ধারে দাঁড়াতে বা পার হতে গিয়ে রোজই ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বড় রকমের দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। তাই অবিলম্বে এই মোড়ের কাছাকাছি দুএকটি বাম্‌পার তৈরী করা ও ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজন।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

জীবনপুরের পথিক

(২য় পাতার পর)

হাতে সোনার বালা। শানাই বাজল। বাপমা আহ্লাদে আটাশ, বেটা আমার নটি বয় মিঠিমিঠি কতা কয়। জগৎ ভ্রমণের এই প্রথম পর্বটা বড় মোলায়েম ঊষার কমলা আভার মত।

বেলা বাড়তে একটু রোদ্দুর। স্কুলে ভর্ত্তির লিস্টে নাম উঠেছে, যেন লটারির বাম্পার প্রাইজ। বাপমা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলেকে নিয়ে। নিজেদের সমস্ত ব্যর্থ স্বপ্ন সফল করবেন আপনার মধ্য দিয়ে। পাঁচ বছর বয়েসেই ঘাড়ের ওপর পঁচিশখানি বই। সকালে সুইমিং। বিকালে যোগা। সন্ধেয় আবৃত্তি। রাতে অঙ্কন। মধ্যরাতে কম্প দিয়ে জ্বর। স্কুলে নিল-ডাউন। টিউটরের কাছে চড়থাপ্পড়। জুলফির চুল বাবার দুআঙুলে জমা। ঘানিতে ফেলে পেষাই। ভ্রমণের দফা রফা।

কেমিষ্ট্রি, কম্প্যুটার, ক্রিকেট সর্ব বিষয়ে বিস্তর কেরামতি দেখিয়ে পঁচিশে পণ্ডিত হলেন। একঝুড়ি সার্টিফিকেট নামিয়ে জুটিয়ে নিলেন একটা চাকরিও। ছোট সাহেব। পেটের ধান্দা হলে বিয়ে পায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজ্ঞের মত পণ হেঁকে গিন্নীকে ঢোকালেন ঘরে। মধুচন্দ্রিমায় মধুপুরের বাগানবাড়ি। 'শরতের চাঁদ ঝুলছে আকাশে, রাতজাগা পাখি গাইছে। আহ, ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নতুন দেশে।' বড়ো সুখের পর্ব এই নবীন যৌবন।

নতুন পুরনো হয়। কটা বছর যেতেই বউ-এর মধু শুকিয়ে গেল। যৌবনভ্রমণ শেষে বধূ হাঁকলেন, 'ঝ্যাঁটা মেরে ক্যাঁতা চাপা দিতে হয় হতভাগা মিন্‌সেদের। খালি খাইখাই, ছোঁকছোঁক স্বভাব!' ছোঁকছোঁক কিছুই নয়। একদিন তন্বী স্টেনোর সঙ্গে সিনেমা গিয়ে ধরা পড়েছেন। আর একদিন সোহাগের ছলে শ্যালিকার পিঠে হাত রেখেছিলেন। ব্যাস! জগৎ ভ্রমিতে পাগল বনে গেল এক ছাগল। অতঃপর খুঁটিতে বেঁধে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস।

জোছনা ফিকে হয়ে গেল, ফুলে গন্ধ নেই। কোকিলের স্বর থেকে পিছলে পালাল পঞ্চম। 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর' – শ্যামল মিত্র বেসুরো বাজছেন। এখন চড়া সুর – তুমি আর আমি, ধ্যাৎ এইখানে আমি। ডিভোর্স নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বউ। সঙ্গে ছেলে। আপনার ভাগে পড়ল মেয়ে। ভ্রমণ লাটে।

ভ্রমণে বুঁদ ছিলেন টের পান নি, ততদিনে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশে পৌঁছে গেছেন। বানপ্রস্থের বয়েস। কিন্তু মনের লম্ফঝম্ফ যে আর থামে না ছাই! পাগলা ঘোড়া বশ মানে না কিছুতে। এদিকে কন্যাও বিবাহযোগ্যা। মেয়েকে সুপাত্রে ফিট্ করে বরং ফাঁকা ঘর ভরাবার কথা ভাবা যাবে। অফিসে এখন আপনি বড় সাহেব। কনিষ্ঠ কেরানিটি বেশ চকচকে। এমএ পাশ, উজ্জ্বল ভবিষ্যত। পাকড়াও করলেন। প্রোমোশানের টোপ দিতেই রাজি। ওমা, মেয়ে যে এদিকে ফসকে পালিয়ে গেল! তলে তলে কন্যা যে এমন কট্টর কমুনিস্ট হয়ে গিয়েছিল, খবর পাননি। শ্রমিক ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী হারাধন। রিকশা চালায়। নিজের রিকশা নয়, পাঁচু বাবুর। জমা রোজ কুড়ি টাকা। পাঁচু মিত্তির ঘোড়েল প্রতিবেশী। পাঁচিল নিয়ে মোকদ্দমা করেছেন। মুখ দেখাদেখি নেই। তারই সতেরোটি রিকশার মধ্যে একটি চালায় হারাধন। লাইনের ধারে তার ঝুপড়িতে রোদবৃষ্টি চমৎকার খেলে। মেয়ে শ্রেণীবিচ্যুত হওয়ার লক্ষে বাপের লক্ষ টাকার প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে হারাধনের রিকশা চেপে এক রাতে হাওয়া! কী আর করেন, নতুন রিকশা কিনে দিলেন জামাতাবাবাজিকে। ঝুপড়ির চালে চাপালেন টালি। যৌতুক চৌদ্দ ইঞ্চি সাদাকালো টিভি।

লজ্জায় অফিসে মুখ দেখাতে পারছেন না। কনিষ্ঠ কেরানি বলল, 'জোর ফাঁসাচ্ছিলেন স্যার!' অধস্তনরা মোকা পেয়ে বগ দেখাচ্ছে। ভলান্টারি রিটায়ার নিয়ে রেহাই পেলেন। তবে ভ্রমণ এবার বেশ জমে উঠল। বয়েসের দোষে চোখে ছানি, দাঁত লগবগ করছে। হাঁটুতে বাত, চড়া প্রেসার। দুপা হাঁটলে মাথা বন্‌বন্ করে ঘোরে, চোখে অন্ধকার।

জামাইটি ভাল। রোজ সন্ধেয় রিকশা চাপিয়ে আপনাকে গঙ্গার ধারে সান্ধভ্রমণ করিয়ে আনে। ভাড়া নেয় না। দরকার হলে ডাক্তার বদ্যি দেখায়। হাসিমুখে ইলেকট্রিকের বিল্ জমা দেয়, রেশন তোলে। দুনিয়াভ্রমণে এমন দয়ালু আপনার চোখে পড়ে নি। পাঁচু মিত্তিরের মামলা তদ্বির করে জিতিয়ে নিয়ে এল এই হারাধনই। আপনাকে নিরীহ পেয়ে পাঁচু যেই গাল পাড়তে শুরু করেছে, হারাধনই ইউনিয়নের কজনকে জুটিয়ে তেড়ে এসে রুখে দাঁড়াল। হারাধন আর তার ধার ধারে না, এখন নিজের রিকশা। এরপর গলা তুললে লাশ হাপিসের হুমকিতে পাঁচু কাঁচুমাচু। আপনি জামাই-এর জোরে কলার তোলার সাহস পেলেন এতদিন পর।

ঢের হয়েছে। এবার জামাইমেয়েকে ঘরে ফেরানো যাক। রেঁধে দেবার কেউ নেই, পাগলা ঘোড়াটা ভড়কে গেছে জামাই-এর মাস্‌ল্ দেখে। আর সাহসে কুলোয় না কোন কাণ্ড ঘটাতে। মেয়েকে ফের বাড়ি ঢোকাতেই আপনার পুত্ররত্নটি তার সৎ-বাপের সৎ পরামর্শে রে-রে করে ছুটে এল। মামদোবাজি চলবে না। বাড়ির অর্ধেক ভাগ লিখে না দিলে দাঁত খুলে নিয়ে যাবে। ততদিনে ভাগ্যিস বত্রিশ পাটিই বাঁধাই হয়ে গেছে। ততটা অসুবিধের কিছু নেই। নতুন একসেট কিনে নিলেই চলবে। ছেলের ধমকে থমকে যাবার পাত্র আপনি নন। রুখে দাঁড়ালেন, 'আইন দেখ্‌গে যা। নিজের করা বাড়ি যাকে খুশি লিখে দিয়েছি। বেশ করেছি। বুড়ো বাপটার খোঁজ নিয়েছিস অ্যাদ্দিন?

ভ্রমণের শেষ পর্বে লাঠালাঠির দাখিল। মেজাজের পারদ চড়তে চড়তে বুকের বাঁদিকে হঠাৎ চড়াৎ! দরদর ঘাম। লটকে গেলেন মেয়ের কাঁধে। জামাই-এর রিকশা তৈরি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল। তখনও ধুক্‌পুক্ করছেন। হাসপাতালে বেড নেই। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের মেঝেতে এক কোণে জায়গা পাওয়া গেল হারাধনের হম্বিতম্বির জন্য। কিন্তু স্যালাইন কোথায়? অক্সিজেনের সিলিণ্ডার খালি। শ্রমিকনেতা হারাধন মন্ত্রীকে টেলিফোন করলেন রেগেমেগে। তিনি পাঁচতারা হোটেলে চোখে তারা দেখছেন, ফিরবেন মধ্যরাতে। ততক্ষণ পর্যন্ত যদি পেসেন্টের পেসেন্স থাকে, ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। হারাধন হা রে রে করে চেঁচিয়ে উঠল রাগে। নার্স নেই, ডাক্তার ছুটিতে। আছে এক আয়া। সে আপনাকে চিৎ করে ফেলে ধমকাচ্ছে, 'ছটফট করবেন না একদম। ভাল হবে না বলছি। মস্তানের শ্বশুরের মৃত্যু অত শস্তা নয়। কিছু হবে না।' (শেষ পাতায়)

অবশেষে রেশন কার্ড বিতরণ শুরু হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের রোগদাদনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসীদের গত ১ ফেব্রুয়ারী হাতে রেশন কার্ড তুলে দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার উপ-জেলা শাসক সুজয় সরকার, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি পূর্ণিমা দাস, অরঙ্গাবাদের বিধায়ক তোয়াব আলি ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। উপ-জেলা শাসক বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১০ লাখ রেশন কার্ড বিতরণ করা হবে। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। রেশন কার্ড শুধু রেশনের খাদ্য দ্রব্যের জন্য নয়, একটা পরিচয় পত্র হিসাবেও কাজ করবে। অরঙ্গাবাদের বিধায়ক বলেন রেশন কার্ডের জন্য বহুদিন থেকে বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ছিলেন মানুষ। এর জন্য বামপন্থীরা বহু আন্দোলন করেছে। প্রতিটা মানুষ যেন রেশন কার্ড পান তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। রেশন কার্ডের অভাবে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি। এবার তা আর হবে না। যারা রেশন কার্ড পেলেন তাদের মধ্যে আজাদ আলি, ঝিলিক সরকার, মরতুজ সেখ জানালেন, বহুবার তাদের পরিবারের রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু রেশন কার্ড পাননি। এবারে রেশন কার্ড পেয়ে খুশী। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে রেশন কার্ড বিতরণ শুরু হলেও এ নিয়ে সভায় কোন আলোচনা হয়নি।

পরপর অপরাধীরা ধরা পড়লেও সেখানে

(১ম পাতার পর)

কাছ থেকে পয়সা আদায়, উমরপুর হোটেলে বা তার আশপাশে শিকার ধরার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকা ছাড়া এদের কোন ভূমিকা নেই। স্থানীয় থানার বর্তমান আই.সি. সুধারঞ্জন সরকারের অপরাধ দমনে কোন ভূমিকা এযাবৎ মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি। শহরের এখানে ওখানে চুরি বাড়ছে, ইভটিজিং বাড়ছে, মদ মাতালের ঠেক বাড়ছে। থানার গাঁ ঘেষে চোলাই মদের কারবার চলছে। থানার পেছনে ভদ্রপল্লীতে চলছে রাতদিন মদ, জুয়ো সমেত যাবতীয় অসামাজিককাজ কারবার। সেখানে চার চাকা, দু-চাকার গাড়ির ভিড় জমে থাকছে। রাতভোর হুল্লোড়ে ভদ্রপল্লীর মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেও পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের সদর রাস্তার উপর ফাঁকা জায়গা বা বাড়ি কিনতে আগ্রহী। সত্বর যোগাযোগ করুন।

৯৬৩৫৭৮১৫৭৩/৮৪৩৬০৬৯৫০৯ (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত্রি ১০ টা।)

সভা চলাকালীন সি.পি.এম নেতার উপর হামলার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রামে গত ৩০ জানুয়ারী দলের এক সভা চলাকালীন চখা সেখ নামে স্থানীয় এক সমাজবিরোধী মদ্যপ অবস্থায় সেখানে হামলা চালায়। স্থানীয় নেতা মোহন চ্যাটার্জীকে গালিগালাজ দেয় ও মারতে উদ্যোত হলে অন্যান্য নেতারা বাঁধা দেন। গণ ধোলাই-এ চখা সি.পি.এমের সভা ছেড়ে পালিয়ে যায়। সাগরদীঘির ওসি খবর পেয়ে দু-ভ্যান পুলিশ নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সভাস্থলে হাজির হন। সারা এলাকা ছাপা মেরেও চখার কোন সন্ধান করতে পারেন না। সি.পি.এমের জেলা নেতৃত্ব এই নিয়ে এস.পি-র সঙ্গেও কথা বলে। সাগরদীঘি থার্মাল প্ল্যান্টের মালচুরির অভিযোগে চখা সেখ কয়েকবার গ্রেপ্তার হয় বলে জানা যায়।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

শিক্ষিকার অসহযোগিতা ফল প্রকাশে (১ম পাতার পর)

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচারীর হাতে একটা সাদা কাগজে 'জরুরী কারণে তিনি স্কুলে আসতে পারবেন না' জানান এই পর্যন্ত। তাঁর কাছে সপ্তম শ্রেণীর অঙ্কের খাতা ছিল। ২০ জানুয়ারীর মধ্যে নম্বর জমা দেবার নোটিশও দেয়া হয়। উজ্জ্বলা শাহুকে বার বার ফোন করলেও তিনি উত্তর দেন না। বাধ্য হয়ে ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকদের এক সভা ডাকি ২৮ জানুয়ারী। তাদের সিদ্ধান্তে স্কুলের সব ছাত্রীকে প্রমোশন দেয়া হয় ৫ ফেব্রুয়ারী। এই প্রসঙ্গে জয়ন্তী ঘোষ আরও জানান – এর আগেও ফিজিক্যাল সায়েন্সের নম্বর জমা না দেয়ার জন্য পূর্বতন প্রধান শিক্ষিকা কমিটির সিদ্ধান্ত মতো উজ্জ্বলা শাহুকে শোকজ করেছিলেন। কমিটির সেক্রেটারী দীপ্তেন্দু নাথ বলেন – উজ্জ্বলা শাহুর দীর্ঘ অনুপস্থিতি ও পরীক্ষার খাতা জমা না দেয়ার কারণ দর্শানোর জন্য রেজিষ্ট্রি ডাকে চিঠি দেয়া হয়েছে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তাঁর মাইনা বন্ধ করে দেয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

ফোন : ২৭১০০৩ / ৯৪৩৪১১৫৮৪১

শাখা ঃ রঘুনাথগঞ্জ / জংগীপুর / বাড়ালা

স্থাপিত – ১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০১১ – ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হতে চার বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। প্রিপারেটরী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ –

১) রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরাতন ভবন) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

২) জংগীপুর গার্লস হাইস্কুল, পোঃ জংগীপুর।
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

৩) বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ বাড়ালা
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

বিঃ দ্রঃ – রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়ার হাই - ২০০৭ – ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।

এস.এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

দেশের মানুষকে বীমার সুবিধা নিতে হবে – (১ম পাতার পর)

কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও.এন.সিং তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দাদাঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন – এই রঘুনাথগঞ্জ শাখা উদ্বোধনের মাধ্যমে শরৎ পণ্ডিত, 'দাদাঠাকুর' নামে যিনি সুপরিচিত, তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ফিনান্স ডাইরেক্টর ডি. সরকার বলেন, 'আমি জঙ্গিপুরের লোক। এই কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছি। আমি ভাগ্যবান, দাদাঠাকুরকে '৬৭ সালে দেখতে পেয়েছিলাম।' শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাম্মানিক-ভাতা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে অর্থমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়ের মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষক সংগঠনের পক্ষে সৌমিত্র সিংহ রায়।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে জন্ম মৃত্যু (১ম পাতার পর)

একজনকে ঐ দায়িত্ব দিতে অপারগ নাকি ভারপ্রাপ্ত সুপার। সুষ্ঠুভাবে হাসপাতাল পরিচালনার ব্যাপারে এখানে স্বাস্থ্য কল্যাণ সমিতি আছে। যার সভাপতি মহকুমা শাসক। এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে।

জীবনপুরের পথিক (২য় পাতার পর)

বেশীক্ষণ ছট্‌ফট্ করতে হল না অবশ্য। সন্ধের পর রাত ঘনাতেই জ্বালা জুড়োল। শরীর ঠাণ্ডা।

জামাই একটা খাটিয়া এনেছে। শেষ যাত্রায় শ্বেতপদ্মের একটা মালা জুটেছে গলায়। কপালে চন্দন। অন্নপ্রাশন আর বিয়ের দিনের মত। প্রাক্তন স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছেন, 'ছেলেটাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেল লোকটা, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। মানুষ, না মোষ ?'

এবার আর বাতে খুঁড়িয়ে নয়, রিকশায় লাট খেতে খেতে নয়। দোলায় চেপে যেন রাজামহারাজা ! ফিরে চল ওপারে। 'সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে, মন চল নিজ নিকেতনে।' বল হরি হরিবোল।

এমন জব্বর ভ্রমণ আছে ব্রহ্মাণ্ডে ?

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ

(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।

শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088

PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।